আজকের কাগজ

তারিখ 20 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রবেশ করতে পারবে না।

লক্ষণীয় যে এসব বিধান জেলখানার নিয়ম কানুনকেও অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ঘন্টা পিটিয়ে হলে ঢুকানোর ব্যাপারটিতো এ যুগে কোনো মানুষের জন্যে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারটি ভাবতেই বিস্ময়কর লাগে। এই ব্যবস্থা মানবেতর কোনো প্রাণী বা শিক্ষার আলোকবর্জিত কোনো মানবগোষ্ঠীর জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্লাসের ছাত্রীদের জন্যে এর চেয়ে অপমানজনক ব্যবস্থা চিন্তাই করা যায় না। সভ্য দুনিয়ার যে কোনো পুরুষ বা মহিলা অতিথি এসে এসব দেখলে মনে করবে আমরা হয়তো মধ্যযুগেরও আগের কোনো সময়ের বাসিন্দা।

কিন্তু এরপরেও আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের এ আন্দোলনকে অনেকেই এক মহা বিপদজনক ব্যাপার বলে ভাবতে শুরু করেছেন। তারা মনে করছেন ছাত্রীরা আমাদের সমাজের বিদ্যমান আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ সবই ধুলায় লুটিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে এবং তাদের এই কর্ম-কাণ্ডের দ্বারা দেশ পাপে বা অনাচারে ভরে যাবে।

ভাবটা যেনো এই যে মুষ্টিমেয় কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে আবাসিক হলে জেলখানার মতো বন্দি করে রাখলে গোটা দেশ পাপ ও অনাচার থেকে মুক্ত থাকবে। তারা কি তাহলে বুঝাতে চান দেশে এখন এ জাতীয় কোনো অনাচার নেই?

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এমনকি আমাদের নিজস্ব সংবিধানেও কাগজে-কলমে অন্তত পরিপূর্ণ মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্যে দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকারও ঘোষণা করা হয়েছে। এই মানবাধিকারের মধ্যে মহিলাদের মানবাধিকারও অন্তর্ভুক্ত। তাদের অধিকার অস্বীকার করে কিংবা তাদের প্রতি বন্দিনী সুলভ আচরণ করে কোনো মানবাধিকার কায়েম করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানব সমাজের একটি বৃহত্তর অংশের (অর্থাৎ মহিলাদের) অধিকার হরণ করে কোনো দেশের উন্নয়ন বা অগ্রগতিও সম্ভব নয়। উন্নয়ন বা অগ্রগতির অন্যতম

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এমনকি আমাদের নিজস্ব সংবিধানেও কাগজে-কলমে অন্তত পরিপূর্ণ মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্যে দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকারও ঘোষণা করা হয়েছে। এই মানবাধিকারের মধ্যে মহিলাদের মানবাধিকারও অন্তর্ভুক্ত। তাদের অধিকার অস্বীকার করে কিংবা তাদের প্রতি বন্দিনী সুলভ আচরণ করে কোনো মানবাধিকার কায়েম করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানব সমাজের একটি বৃহত্তর অংশের (অর্থাৎ মহিলাদের) অধিকার হরণ করে কোনো দেশের উন্নয়ন বা অগ্রগতিও সম্ভব নয়। উন্নয়ন বা অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে দেশের প্রতিটি মানুষের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সার্বিক প্রয়োগ। পরাধীন বা অধিকারহীন মানুষ উন্নয়ন বা অগ্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণেতারা পর্যন্ত এ সাধারণ সত্যটি উপলব্ধি করতে অক্ষম। এবং সে কারণে তারা সচেতন ও উচ্চ শিক্ষিতা ছাত্রীদেরকে পর্যন্ত বন্দিশালায় অবরুদ্ধ করে রাখতে সচেষ্ট।

প্রধান শর্ত হচ্ছে দেশের প্রতিটি মানুষের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সার্বিক প্রয়োগ। পরাধীন বা অধিকারহীন মানুষ উন্নয়ন বা অগ্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণেতারা পর্যন্ত এ সাধারণ সত্যটি উপলব্ধি করতে অক্ষম। এবং সে কারণে তারা সচেতন ও উচ্চ শিক্ষিতা ছাত্রীদেরকে পর্যন্ত বন্দিশালায় অবরুদ্ধ করে রাখতে সচেষ্ট।

সত্যি কথা আমাদের গোটা সমাজ এখনও একদিকে যেমন নানাবিধ পশ্চাৎপদতার শৃংখলে আবদ্ধ অন্য দিকে সেরূপ কিছু সংখ্যক মানবতা বিরোধী দুষ্ট চক্রের নখরাঘাতে জর্জরিত। কিন্তু ছাত্রী বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে অবরুদ্ধ রেখে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করা যায় না। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন ঃ

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

তাই বলছিলাম তথাকথিত খারাপ বা বিপদজনক কিছুকে প্রাচীরের ঘেরা দিয়ে ঠেকানো যায় না। বরং তাতে ভালো জিনিসটাই অনেক সময় হারাতে হয়। ছাত্রীদের হলে নিয়ম-কানুন কিছুই থাকবে না সেরূপ কোনো কথা আমরা বলছি না। আমাদের বক্তব্য হলো, শুধু আধুনিক যুগে তথা সুসভ্য সমাজের উপযোগী শোভনীয় কিছু নিয়ম-কানুন অবশ্যই থাকতে পারে, থাকা বাঞ্ছনীয় বটে এবং আমার ধারণা ছাত্রীরাও সেটাই চেয়েছেন। সব নিয়মের বিলুপ্তি নিশ্চয়ই তারা চাননি। আমরা তাই আশা করবো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সব রক্ষণশীল মনোভাব বর্জন করে তাদের দাবি, সময়ের দাবি-দাওয়া অনুযায়ী বিবেচনায় এগিয়ে আসবেন।

বিনোদ দাশগুপ্ত ঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।